ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২
১৯৯২ সনের ২২ নং আইন

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৭-৭-১৯৯২ ইং তারিখে প্রকাশিত]

ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(ক) "জ্বালানী" অর্থ বাঁশের মোথা ব্যতীত যে কোন উদ্ভিদজাত জ্বালানী;"।

৩। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৪ এ -

(ক) উপ-ধারা (২) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৫ এ "জ্বালানী-কাঠ" শব্দটির পরিবর্তে "জ্বালানী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিদর্শন**।- (১) এই আইনের কোন ধারা লংঘন হইয়াছে কি না তাহা নিরূপণ করার জন্য জেলা প্রশাসক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, কোন প্রকার নোটিশ ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাঁটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইটের ভাঁটায় মওজুদ ইটগুলো পোড়ানোর জন্য জ্বালানী ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ইটের ভাঁটায় প্রাপ্ত সমুদয় ইট এবং জ্বালানী, যদি থাকে, আটক করিতে পারিবেন।"।

৬। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৭ এ "দশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ বিচারকালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ধারা ৬ এর অধীন আটককৃত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে আদালত উক্ত ইট ও জ্বালানী বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **১৯৮৯ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ**।- (১) জেলা প্রশাসক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) হইবে।"।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৯২) [১]এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

[১] এই অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারী এবং সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৪-৫-১৯৯২ ইং তারিখে প্রকাশিত হয়। পরে অধ্যাদেশের বিধানগুলি বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হইলে উহা আইন নং ২২/১৯৯২ হিসাবে পাশ হয়।